খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ০২ মে ২০১৪ সালে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাশাহুদ, তাআ'বুয, তাসমিয়াহ এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীয বলেন:

আমি গত কয়েকটি খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তিকার উদ্ধৃতির আলোকে মা'রেফাতে ইলাহী বা ঐশী তত্ত্বের পদ্ধতি, খোদা তা'লাকে ভালবাসার পদ্ধতি এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বার প্রকৃত তাৎপর্য সর্ম্পকে বর্ণনা করে আসছি। আজও তাঁর (আ.)-এর পুস্তিকার আলোকে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধনভান্ডার থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যাতে তিনি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের তাৎপর্য, তাঁকে অজর্ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি, তাঁর গুরুত্ব এবং নিজ জামাতের কাছে তাঁকে অর্জন করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

যদি আল্লাহ্ তা'লাকে অর্জন করতে হয় তাহলে একথা উপলব্দী করা আবশ্যক, প্রকৃত নেকী খোদা তা'লার সত্ত্বার মাঝেই নিহিত এবং তাঁর পক্ষ থেকেই সকল নেকীর সূচনা হয় যা খোদা তা'লার শিক্ষার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। ফলশ্রুতিতে খোদা তা'লার পুরস্কার এবং তাঁর নৈকট্য অর্জিত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"প্রকৃত অর্থে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ নেক নয়, সকল উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সকল নেকী তার জন্যই স্বীকৃত। অতঃপর যে কেউ যতটুকু নিজ আত্মা এবং বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সেই অতি উত্তম সত্ত্বার নৈকট্য অর্জন করার দিকে ধাবিত হয় ততটুকুই ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলী তার উপর প্রতিভিম্বিত হয়। অর্থাৎ যে কেউ নিজ কামনা এবং পছন্দকে উর্ধ্বে রেখে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যে অর্জনের চেষ্টা করে তাহলেসে তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে তা তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হতে থাকে।

খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের পদ্ধতি সর্ম্পকে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

"খোদা তা'লা ধোকা খায় না। তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা বানান যারা মাছের মতো তাঁর ভালবাসার সমুদ্রে স্বভাবজাতভাবেই সর্বদা সাতার কাটতে থাকে, এরা তাঁরই হয়ে থাকে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এই কথা কোন সত্য পথ প্রদর্শকের হতে পারে না যে, খোদা তা'লা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে সবাই নোংরা আর কেউ না কখনো পবিত্র হয়েছে আর না হবে। (কিছু কিছু ধর্মের এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বলা হয়েছে,) যেমন খোদা তা'লা তাঁর বান্দাদের বৃথাই সৃষ্টি করেছেন। বরং সত্য তত্ত্ব এবং জ্ঞানের কথা হলো, মানব জাতির মাঝে শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'লার এই সুন্নত জারি আছে যে, তিনি তাঁর প্রেমিকেদেরকে পবিত্র করে থাকেন। হ্যাঁ, প্রকৃত পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রস্রবণ হলো খোদা তা'লা। যে সব লোক যিকির-আযকার, ইবাদত এবং ভালবাসার সাথে তাঁরই স্মরণে ব্যস্ত থাকে খোদা তা'লা তাদের উপর স্বীয় গুণাবলী সঞ্চারিত করেন, তখন তারাও প্রতিচ্ছায়ারুপে সেই পবিত্রতার অংশ লাভ করে যা খোদা তা'লার সত্ত্বায় যথাযথভাবেই উপস্থিত।"

[সৎ বচন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২১০]

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা এসব উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পুন্য কর্ম এবং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য যে মাধ্যম, আদর্শ এবং শিক্ষা আমাদের সামনে রেখেছেন তা রসুল (সা.)-এর পুর্ণ অনুসরণ-অনুকরণের মাঝেই নিহিত।"

তিনি (আ.) বলেন,
"আমরা এ কথা বিশ্বাস করি, সীরাতে মুস্তাকিমের অতি তুচ্ছ মর্যাদাও আমাদের নবী করিম (সা.)-কে বাদ দিয়ে কোন মানুষ কখনো লাভ করতে পারে না। সেখানে সত্য পথের অতি উন্নত মর্যাদা এই ইমামুর রুসুল (রসুলদের ইমাম)-এর অনুসরণ ছাড়া লাভ করার তো প্রশ্নই উঠে না। আমাদের নবী করিম (সা.)-এর সত্য এবং পরিপূর্ন অনুসরণ ছাড়া কোন প্রকারের মর্যাদা ও উৎকর্ষতা এবং কোন প্রকারের সম্মান ও নৈকট্য আমরা কখনো লাভ করতে পারবো না। আমরা যা কিছুই লাভ করি তা প্রতিচ্ছায়া এবং প্রতিভিম্ব রুপেই পেয়ে থাকি।

[ইযালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ১৭০]

"অতঃপর প্রকৃত ইসলাম কী এবং একজন মুসলমানের কীরূপ হওয়া উচিত আর একজন মুসলমানকে খোদা তা'লার নৈকট্য পাবার জন্য নিজের মানকে কোন পর্যায়ে নেওয়া উচিত সে সর্ম্পকে তিনি (আ.) বলেন,

"কুরবানীর ছাগলের মত খোদার সামনে নিজের মাথা পেতে দেয়াটাই প্রকৃত ইসলাম। একই সাথে ইসলাম অর্থ নিজের সমস্ত ইচ্ছা থেকে বিরত হওয়া, খোদার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টিতে মগ্ন হয়ে এবং খোদার সত্ত্বায় বিলীন হয়ে এক প্রকার মৃত্যুকে গ্রহণ করা এবং অন্য কোন কারণে নয় বরং কেবল তাঁর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে প্রেমাবেগে তাঁর আনুগত্য করা। আর এমন দৃষ্টি লাভ করা যা খোদার মাধ্যমে দেখে ও এমন শ্রবণ শক্তি অর্জন করা যা খোদার মাধ্যমে শোনে এবং এমন অন্তর সৃষ্টি করা যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর দিকে অবনত এবং এমন মুখ লাভ করা যা তাঁর আদেশে কথা বলে। এটা সেই আধ্যাত্মিক মার্গ যেখানে এসে খোদা-অন্বেষণের সমস্ত পথ শেষ হয়।

অতঃপর ইস্তেগফারের দুই প্রকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা ঈমানের মূল দৃঢ় হয়। কোরআন শরীফে তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত: নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করে পাপের প্রকাশকে বাধা প্রদান করা, যা বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে উঠে, এমতাবস্থায় খোদা তা'লার সাথে সর্ম্পক রেখে তা প্রতিহত করা এবং খোদার সাথে জড়িয়ে থেকে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া। এটাই নৈকট্যপ্রাপ্তগণের ইস্তেগফার। তাঁরা এক পলকের জন্যও খোদা তা'লা থেকে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে। এজন্য তারা এস্তেগফার করেন যেন খোদা তা'লা তাদেরকে স্বীয় প্রেমেআবদ্ধ করে রাখেন। দ্বিতীয়ত প্রকারের ইস্তেগফার হলো, পাপ হতে বের হয়ে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হওয়া এবংএই চেষ্টায় রত থাকা বৃক্ষ যেমন মাটিতে লেগে যায় তেমনিভাবে হৃদয় যেন খোদা তা'লার সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় যাতে করে হৃদয় যথাযথ পরিচর্যা লাভ করে পাপের শুস্কতা এবং অধঃপতন থেকে রক্ষা পায়। এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'ইস্তেগফার' রাখা হয়েছে।"

(খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, পৃষ্ঠা: ২২-২৪)

খোদা তা'লাকে সনাক্ত করার কয়টি স্তর রয়েছে এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "সর্বোত্তম স্তর বা ধাপ হলো খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা যা থেকে আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় সঠিকভাবে সনাক্ত হয়। এজন্য এ কথার উপর কেবল খুশি হয়ে যাওয়া ঠিক নয়, আমি সত্য স্বপ্ন দেখেছি অথবা কোন কাশফ বা দিব্যদর্শন আমার প্রতি হয়েছে বা ইলহাম হয়েছে। ইলহাম তো বালাআম বাউরের প্রতিও হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হোঁচট খেল। এজন্য খোদা তা'লার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর আর নৈকট্য আল্লাহ্ তা'লার

পুন্যবান বান্দার সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলেই লাভ হয় যাকে আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগত স্বীয় জ্যোতির দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই বান্দার উদ্দেশ্য হয়ে যায়।"

দোয়া যা খোদা তা'লার নৈকট্যে অর্জন করার মাধ্যম এ সর্ম্পকে তিনি (আ.) বলেন,
"দোয়ার উদাহরণ হলো একটি সুমিষ্ট ঝর্নার ন্যায় যার উপরে মোমেন উপবিষ্ট আছে যখনই সে চাইবে ঐ ঝর্না থেকে সে নিজেকে সিক্ত করতে পারবে। যেরুপে একটি মাছ যেভাবে পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনিভাবে মোমেনের পানি হলো দোয়া যা ছাড়া সে জীবিত থাকতে পারে না। এই দোয়ার সঠিক স্থান হলো নামায। দোয়ার সঠিক সময় হলো নামায। এ অবস্থাতেই সঠিক দোয়া হতে পারে। কারণ মুমেন এরই মাঝে প্রশান্তি এবং আনন্দ অনুভব করে। যার বিপরীতে একজন ভোগবিলাসে মত্ত ব্যক্তির উচ্চ পর্যায়ের আনন্দও গৌণ যা সে কোন মন্দ কাজের দ্বারা লাভ করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো দোয়ার মাধ্যমে যে বিষয়টি পাওয়া যায় তা হলো খোদা তা'লার নৈকট্য। দোয়ার মাধ্যমেই মানুষ খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করে এবং তাঁকে নিজের দিকে টেনে আনে। সুতরাং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য নামাযের হক আদায় করা আবশ্যক আর সেই হক তখনই আদায় হবে যখন তা নিয়মিত আদায় করা হবে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন সেভাবে আদায় করা হবে।"

(মালফুযাত, খন্ড: ০৪, পৃষ্ঠা: ৪৫, নব সংস্করন)

অতঃপর খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য সার্বিকভাবে তিনি (আ.) নেক কর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন,

"আমলে সালেহ বা নেক কর্ম অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ্ তা'লা নেক কর্মের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার নৈকট্য অর্জিত হয়। কিন্তু যেমনিভাবে মদের সর্বশেষ ঢোকে নেশা ধরে তেমনিভাবে নেক কর্মের বরকত তার সর্বশেষ মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত থাকে। যে ব্যক্তি সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং নেক কর্মকে চরম উৎকর্ষতা প্রদান করতে পারে সে ঐ সমস্ত কল্যানের দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মধ্যম অবস্থায় সৎ কর্মকে পরিত্যাগ করে এবং সেটিকে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পর্যন্ত পৌঁছায় না সে ঐ সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে।

(মাকতুবাতে আহমদ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,
"আমি তো এটি জানি, মোমেনদেরকে পাক-পবিত্র করা হয় এবং তার মধ্যে ফেরেশতার গুণাবলী দৃশ্য হয়। যতই সে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে ততই সে খোদা তা'লার বাণী শ্রবণ করে এবং তাকে সান্তনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে চিন্তা কর, এই মর্যাদা কি তোমরা অর্জন করেছ? আমি সত্যই বলছি, তোমরা কেবল অন্তসার শূন্য নির্যাসই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ অথচ এটা কোন জিনিসই নয়। খোদা তা'লা সার বা মূল চান। সুতরাং যেমনিভাবে আমার কাজ হলো ইসলামের উপর বাহ্যিক যে সকল আক্রমন হচ্ছে সেই সকল আক্রমন প্রতিরোধ করা তেমনিভাবে আমার দায়িত্ব হলো মুসলমানদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রাণের সঞ্চার করা।"

(মালফুযাত, খন্ড: ০৪, পৃষ্ঠা: ৫৬৫, নব সংস্করন)

তিনি (আ.) বলেছেন,
"আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করার মাঝেই মানুষের সম্মান নিহিত আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং নেয়ামত। যখন সে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করে ফেলে তখন আল্লাহ্ তা'লার সহস্র কল্যাণরাজি তার উপর অবতীর্ণ হয়। আকাশ ও পৃথিবী উভয় থেকেই তার উপর কল্যাণরাজি বর্ষিত হয়। রসুল করিম (সা.)-কে নির্মূল করার জন্য কুরাইশরা কতই না চেষ্টা করেছে। তারা একটি জাতি ছিল আর রসুল (সা.) ছিলেন একা। দেখ, কারা সফল হয়েছে আর কারা ব্যর্থ হয়েছে। সাহায্য ও সমর্থন খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম বড় নিদর্শন।"

(মালফুযাত, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ১০৬, নব সংস্করন)

নৈকট্যপ্রাপ্তগণের জন্য খোদা তা'লা কিরূপে আত্মভিমান প্রদর্শন করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের কিভাবে সমূলে ধ্বংস করেন সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

" যখন অপমান এবং কষ্টের বিষয়টি চরম সীমায় পৌছে যায়, যখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন হয়ে যায় তখন তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তাঁর আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন? বলা হয়েছে, যখন এমতাবস্থার সৃষ্টি হয় যে, অপমান এবং কষ্টের বিষয়টি চরম সীমায় পৌছে এবং যে পরীক্ষা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল তা পূর্ণ হয়ে যায় তখন খোদা তা'লার আত্মাভিমান তাঁর বন্ধুদের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠে, খোদা তা'লা তাদের দিকে লক্ষ্য করেন এবং তাদেরকে মাযলুম বা অত্যাচারিত অবস্থায় পান এবং তিনি এটাও দেখেন যে, তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে, অন্যায়ভাবে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং অত্যাচারীদের হাতে কষ্ট দেয়া হয়েছে তখন তিনি তাদের জন্য দন্ডায়মান হন যেন তাদের জন্য তিনি তাঁর চিরাচরিত সুন্নত পূর্ণ করেন এবং নিজ দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাঁর পূন্যবান বান্দাদের সাহায্য করেন। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার দিকে পরিপূর্ণরূপে মনোযোগ নিবদ্ধ করার এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই দিকে বিনীতভাবে কান্নাকাটি করার বিষয়টি ঢেলে দেন আর এমনিভাবে তাঁর সুন্নত তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকে। অবশেষে সম্পদ এবং সাহায্য তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায় আর খোদা তা'লার তাদের শত্রুদের বাঘ এবং চিতার খাদ্য বানিয়ে দেন। আর এমনিভাবে নিষ্ঠাবানদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত জারী আছে, তাদেরকে বিনষ্ট করা হয় না বরং কল্যানমন্ডিত করা হয়, তাদেরকে নগন্য বানানো হয় না বরং বুর্যুগ বানানো হয়।"

(হুজ্জাতুল্লাহ্, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ১৯৮)

এতে কোন সন্দেহই নেই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর সাথেও খোদা তা'লার এরূপ ব্যবহারের দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি শত্রুদের লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছেন। একবার নয়, দুইবার নয় অসংখ্যবার, বিভিন্ন এলাকাতে, বিভিন্ন দেশে আহমদীয়াতের শত্রুদের লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ধ্বংসের দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি। আজও আমরা এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। আমি পুনরায় জামাতের সদস্যদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি, আহমদীয়াতের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে খোদা তা'লার প্রতিশোধ চলবে এবং অবশ্যই চলবে। ইনশাআল্লাহ॥ এ দৃশ্যের ছোট ছোট প্রদর্শন আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি। কিন্তু যদি সামগ্রীকভাবে এই দৃশ্য আরও দেখতে হয় তাহলে পাকিস্তানে অবস্থানকারী প্রত্যেক আহমদী এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক আহমদীকে খোদা তা'লার সাথে নৈকট্য এবং সম্পর্ক বৃদ্ধি করা আবশ্যক। পার্থীবতাকে পিছনে ফেলে খোদা তা'লার নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হোন এবং এটিকে বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন এ দৃশ্য আমরা অতি দ্রুত দেখতে পারি। সার্বিকভাবে পৃথিবীর সকল আহমদীকে বিশেষভাবে এই দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন যেন পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব অতি দ্রুত সমাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তগণের রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সকল দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং সেই সকল লোকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দান করুন যারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত।